আমাদের সময়

তারিখ ... 22 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৪...

দুই ভবন যমুনায়, এক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান

প্রদীপ মোহন্ত, বগুড়া ●

এক কক্ষেই পাঁচ শ্রেণির পাঠদান করা হচ্ছে। বগুড়ার ধুনট উপজেলার পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি। টিনের তৈরি ঘর। দরজা, জানালা, বেড়া নেই। ঘরের চার দিকে খোলা। পুরো ঘর মিলে একটি কক্ষ। মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো চেয়ার, বেঞ্চ ও টেবিল। এক পাশে ১৫-২০ জন শিশুশিক্ষার্থী বসা। অন্য পাশে যেখানে শিক্ষার্থীদের বই-খাতা রাখার কথা, সেখানে আরাম-আয়েশে শুয়ে আছে একটি ছাগল ছানা। এই পরিবেশেই প্রতিদিন পাঠদান করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। স্থানীয়রা জানান, বগুড়ার ধুনট উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙন জনপদে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৭০ সালে। গত ১৯৯৬ সালে ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। একই প্রাঙ্গণে ২০০৮ সালে ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় বিদ্যালয়ের আরও একটি দ্বিতল ভবন। এদিকে, যমুনা নদীর অব্যাহত ভাঙনে ২০১১ সালের ২২ জানুয়ারি পুকুরিয়ার পুরো গ্রামটি বিলীন হয়। একই সঙ্গে যমুনা নদীতে নিশ্চিহ্ন হয় পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধুনিক দুটি ভবন। এর এক মাস পর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে টিনের ছাপড়া তৈরি করে বিদ্যালয় ব্যবস্থপনা কমিটি। সেখানেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান হতো। গত ছয় মাস আগে লাখ টাকা ব্যয়ে এই টিনের ঘরটি তৈরি করা হয়। এরপর আর্থিক সংকটে ঘরের বেড়া, দরজা কিংবা জানালা কিছুই তৈরি করা হয়নি। পুরো বিদ্যালয় ঘরের চারদিক উন্মুক্ত। খোলামেলা পরিবেশে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অমনযোগী। একটু বাতাসেই বাঁধের বালু উড়ে শিক্ষার্থীদের শরীরে লাগে। আর বর্ষাকালে প্রকৃতির নিয়মে পাঠদান দিতে হয়। কারণ, বেড়াবিহীন ঘরের ভিতর ঝড়-বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাজগপত্র ও শিক্ষা উপকরণ রাখেন প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে।